গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৪ শাখা,
www.moha.gov.bd

সভার কার্যবিবরণী ১৫ জুন ২০২৬

সভাপতি
সভার তারিখ ৭ জুন ২০২৬
সভার সময় বেলা ১২.০০ টায়
স্থান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষ (কক্ষ নং-২০৮, ভবন-০৮,৩য় তলা)
উপস্থিতি পরিশিষ্ট ক

২.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

প্রকল্পের তথ্যাদি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
প্রকল্পের নাম: "বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প **মেয়াদকাল:** জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ **প্রাক্কলিত ব্যয়** : ৯০৩৮.৩৬ কোটি টাকা এ প্রকল্পের মে ২০২৬পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫৭৫০.৪২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.৬২%। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ৭৯৫.৫৩ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৭৯৫.০৩ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৯৪%। মে ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪২৩.৫২ কোটি টাকা **প্রকল্প পরিচালকে নাম:** ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহম্মদ নুরুস ছালাম, পিএসসি **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ:** প্রকল্প পরিচালক/ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/	প্রকল্প পরিচালক বিগত পিএসসি সভার অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির লক্ষমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৭২টি SB/DSB তে স্থাপনকৃত IT সরঞ্জামাদি হতে SB/DSB Central Server এর তথ্য ভেরিফিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ব্যতীত অন্যান্য সকল সরঞ্জামাদি ফেরৎ আনা সম্পন্ন হয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষণ ও প্রয়োজন সাপেক্ষে Spare হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভবিষ্যতে SB/DSB এর যন্ত্রপাতিসমূহের সার্ভিস এন্ড মেইনটেন্যান্স খাতে উদ্বৃত্ত অর্থ সমমানের সেবার সাথে সমন্বয় করা হবে। Asset Handover সম্পন্ন করার নিমিত্তে গঠিত পর্ষদ ইতোমধ্যে ৩৭,২৪৩ টি হার্ডওয়্যার সরঞ্জামাদি Veridos GmbH, Germany নিকট হতে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির Lifespan এবং প্রয়োজনীয় Maintenance তালিকাসহ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও পর্ষদ কর্তৃক বর্তমানে ১৮,৬৪৫ টি সফটওয়্যার আইটেম গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ভারতে অবস্থিত ০২ টি (নয়াদিল্লি ও কলকাতা) বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা চালুর ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর বহিরাগমন অনুবিভাগের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং Veridos GmbH হতে বিকল্প পদ্ধতিতে বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশন মস্কো, রাশিয়াতে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালুকরণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। বর্তমানে যে সকল বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনসমূহে পাসপোর্ট সেবা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি, তার সরঞ্জামাদি প্রকল্পে মজুদ রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে কোন নতুন বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশন চালু হলে সেখানে অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করা হবে। সৌদি ভিসা বায়ো অ্যাপস এ ই-পাসপোর্টের চীপ থেকে তথ্য পড়তে না	(ক) iBAS++ (Integrated Budget and Account System) সিষ্টেমের সাথে ই-পাসপোর্ট প্ল্যাটফর্মের সংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করবে। (খ) বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশন মস্কো, রাশিয়ায় ই-পাসপোর্ট সেবা চালুকরণের ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করে কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। ই-পাসপোর্ট প্রকল্প হতে এ সংক্রান্ত সফটওয়্যার পর্যায়ে সমাধান এর জন্য প্রয়োজনীয় Configuration কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (গ) সৌদি আরবে নতুন ই-পাসপোর্ট এনরোলমেন্ট স্টেশন স্থাপনের ব্যাপারে বহিরাগমন অনুবিভাগ হতে পত্রালাপ করতে হবে। (ঘ) ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ সরঞ্জামাদির মেরামত ও প্রতিস্থাপনের জন্য জরুরীভিত্তিতে

গণপূর্ত অধিদপ্তর/ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পারা বিষয়ক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ই-পাসপোর্ট প্রকল্প এবং সৌদি ভিসা বায়ো অ্যাপসের সাথে সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল টীমের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় মিটিং আয়োজন করার অনুরোধ জানিয়ে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে গত ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এই বিষয়ক একটি ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রবাসী নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন কারণে জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ বিবেচনায় MRP পাসপোর্ট প্রদানের জন্য Machine Readable Passport (MRP) Maintenance চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, ৫০ লক্ষ ই-পাসপোর্ট বুকলেট আমদানি সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম থেকে ৭ম এলসি'র মাধ্যমে সর্বমোট ২ কোটি ১৫ লক্ষ ই-পাসপোর্ট কাচাঁমাল আমদানি সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৩৫ লক্ষ ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল এর মধ্যে এলসি ৮ (৩৫ লক্ষ ই-পাসপোর্ট কাচাঁমাল) এর মাধ্যমে ১৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ই-পাসপোর্ট কাচাঁমাল আমদানি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ই-পাসপোর্ট কাচাঁমাল জাহাজীকরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ লক্ষ ৯৬ হাজার ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল আমদানির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। RDPP অনুসারে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অতিরিক্ত ১ কোটি ই-পাসপোর্ট কাচাঁমাল ও ৫৭ লক্ষ ই-পাসপোর্ট বুকলেট সরবরাহের জন্য চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। যা এলসি-৯ হতে এলসি-১২ এর মাধ্যমে আমদানি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এলসি-৬ মে ২০২৫ তারিখে খোলা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান। ৭২টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থিত ৮০টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ইতোমধ্যে ৭১টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ১৬২টি দেশের প্রবাসীরা ই-পাসপোর্ট সেবা গ্রহন করছেন। অবশিষ্ট ০৯টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকায় (আগারগাঁও) ১টি ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট উইং স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ১টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং মার্চ ২০২১ এ যশোরে ১টি ডিজাস্টার রিকোভারি সেন্টার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৫ মে ২০২১ তারিখে পাসপোর্ট এসেম্বলি লাইন চালু করা হয়েছে এবং বর্তমানে পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উত্তরা, আগারগাঁও ও যশোর এ ৩টি পার্সোনালাইজেশন সেন্টার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তির আলোকে সর্বমোট ৫২টি ই-গেইট এর মধ্যে বিমানবন্দর সমূহে ৩৮টি (হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-ঢাকাতে ২৬টি, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-চট্টগ্রামে ৬টি ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-সিলেটে ৬টি), স্থলবন্দর সমূহে ৬টি (বেনাপোলে ৪টি ও বাংলাবান্ধায়	ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের সার্ভিস এন্ড মেইন্টেনেন্স খাত হতে সার্ভার সরঞ্জামাদি এবং ই-গেইটসমূহ মেরামত এবং প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে চূড়ান্ত RDPP এর Revision এর সময় উল্লেখিত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। (ঙ) শুধুমাত্র প্রবাসী নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন কারণে জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ বিবেচনায় MRP পাসপোর্ট প্রদানের জন্য Machine Readable Passport (MRP) Maintenance চুক্তির মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২টি) এবং ই-পাসপোর্ট কমপ্লেক্স ট্রেনিং সেন্টারে ১ টি সহ সর্বমোট ৪৫টি ই-গেইট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ২১টি ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে স্বয়ক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনার আওতায় অফলাইনের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তিনি সভায় iBAS++ (Integrated Budget and Account System) এর সাথে ই-পাসপোর্ট সিষ্টেমের ইন্টিগ্রেশন প্রসঙ্গে বলেন,

পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিপত্র জারি করা হয়। যা পাসপোর্ট সেবাকে সহজীকরণে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং ইতোমধ্যেই ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কতৃর্ক এই সুবিধা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমান সিস্টেমে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা জারিকৃত পরিপত্রের অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কেউ চাইলে পেশার তথ্য গোপন করে সাধারণ পাসপোর্ট গ্রহণের সুযোগ থেকে যায়। এনআইডির পেশার তথ্য হালনাগাদ না থাকার কারণে এনআইডি যাচাইয়ের সময় পেশা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পাওয় যায় না। উল্লেখ্য, সরকারি কর্মকর্তার-কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষিত থাকে iBAS++ (Integrated Budget and Account System) সিস্টেমে। যদি পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে iBAS++ সিস্টেমের সাথে ই-পাসপোর্ট সিস্টেমের সংযোগ স্থাপন করা যায়, তাহলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশা সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা সম্ভব হবে।

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আওতায় ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৮০টি বৈদেশিক বাংলাদেশ মিশনের ৭১টি তে ই-পাসপোর্ট সেবা সফল ভাবে চালু করা সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে মস্কো, রাশিয়া বাস্তবায়নের পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের বানিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার কারনে বর্তমান পরিস্থিতিতে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না ফলশ্রুতিতে রাশিয়া এবং এর সাথে নিকটবর্তী দেশসমূহে (বেলারুশ ও কাজাখস্থান)অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিককদের নিরবিচ্ছিন্ন ই-পাসপোর্ট সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে কারিগরিভাবে সফটওয়্যার পর্যায়ে বিষয়টির অস্থায়ী সমাধানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ মিশন উজবেকিস্তানের বিদ্যমান ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রমের আওতায় রাশিয়া ও কাজাখস্তানকে অন্তর্ভূক্ত করা। বাংলাদেশ মিশন ওয়ারশ, পোল্যান্ডের বিদ্যমান ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রমের আওতায় বেলারুশকে অন্তর্ভূক্ত করা।

বর্তমানে সৌদি আরবে ২ টি (রিয়াদ ও জেদ্দা) বাংলাদেশ মিশন এর মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা হচ্ছে।ই-

পাসপোর্ট এনরোলমেন্ট ও রি-ইস্যুর ক্ষেত্রে স্বশরীরে উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা থাকায় উক্ত ২ টি বাংলাদেশ মিশন এর আওতায় একাধিক সেবা কেন্দ্র স্থাপনের পরেও বিপুল সংখ্যাক প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হচ্ছে না।বর্তমানে প্রদানকৃত ১৩টি (৭+৬) মোবাইল এনরোলমেন্ট কিট উক্ত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অতিরিক্ত ৮ টি কিট প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মোবাইল এনরোলমেন্ট কিট এর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকায় এ বিষয়ে একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য সৌদি আরবে উপযুক্ত স্থানে নতুন ২ টি ই-পাসপোর্ট এনরোলমেন্ট অফিস স্থাপন করা যেতে পারে বলে প্রতীয়মান হয়।উল্লেখ্য, প্রয়োজনীয় অনুমোদন সাপেক্ষে বর্তমানে ই-পাসপোর্ট প্রকল্পে স্থিত সরঞ্জামাদি দ্বারা উক্ত এনরোলমেন্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট সেবা চালু করা সম্ভব হবে। উক্ত অফিস স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান, জনবল এবং প্রশাসনিক সহায়তার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। তিনি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট আগুন সম্পকে বলেন, গত ৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ আনুমানিক ২৩১০ ঘটিকায় ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট এর ইমিগ্রেশন পুলিশ ও ই-গেইট সার্ভার রুমে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। ইনডোর এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিটের বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তীতে এসির গ্যাস পাইপ ফেটে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সিলেট আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ফায়ার বিগ্রেড দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ৩০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে সার্ভার রুমে রক্ষিত ই-পাসপোর্ট সার্ভারসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি সম্পূর্নরুপে পুড়ে যায়। অগ্নি নিবার্পন চলাকালীন সময়ে ফায়ার বিগ্রেড কতৃর্ক নিক্ষিপ্ত পানি দ্বারা বৈদেশিক আগমনের তিনটি ই-গেইট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অগ্নিকান্ডের কারন উদঘাটনের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি গত ১৩ মে ২০২৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে।

প্রকল্প পরিচালক ই-পাসপোর্ট বুকলেট ছবি পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে বলেন,

গত ১৩ এপ্রিল ২০২৬ এ অনুষ্ঠিত ই-পাসপোর্ট বুকলেটে বিদ্যমান ছবি পুনর্বিন্যাস করে এর ডিজাইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের সভায় ১৪ টি ছবি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে ১৪ টি ছবি চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচনের জন্য গত ১২ মে ২০২৬ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে সর্বমোট ২৮ টি ছবিসহ পত্র প্রেরণ করা হয়। সার্বিকভাবে বর্তমানে তৈরীকৃত বুকলেট ও কাঁচামাল দ্বারা ২০২৭ এর নভেম্বর/ডিসেম্বর পর্যন্ত পাসপোর্ট সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ডিসেম্বর ২০২৭/জানুয়ারি ২০২৮ হতে নতুন ছবি সম্বলিত ই-পাসপোর্ট দ্বারা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে অতিসত্ত্বর চূড়ান্ত ডিজাইনের অনুমোদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হলে Veridos GmbH, কর্তৃক যথাসময়ে নতুন ডিজাইনের ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল সরবরাহ করা বিঘ্নিত হতে পারে। বিষয়টি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি'র (PSC) সভায় সিদ্ধান্ত ও যথাযথ নির্দেশনার জন্য উপস্থাপন করা হলো।

৩। সভায় আর কোনো আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ।

১৬-০৬-২০২৬
মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব
ফোন : +৮৮০২২২৩৩৫৩৭১০
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৩৪৭২৯০
ইমেইল : secretary@moha.gov.bd

নম্বর: ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৬৬.৩১.০০০২.২৬.৩৮

তারিখ: ২ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ১৬ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
২। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
৩। সচিব, সচিবের দপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।
৪। সচিব, অর্থ বিভাগ।
৫। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
৬। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।
৭। অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৮। অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নিরাপত্তা অনুবিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৯। প্রকল্প পরিচালক, ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্প, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০। যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা-২ অধিশাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সিনিয়র সচিবের দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১২। সিস্টেম এনালিস্ট-২, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।

১৬-০৬-২০২৬
আলীমুন রাজীব
উপসচিব